বাংলাদেশ গ্রন্থাগারিক ও তথ্যায়নবিদ সমিতি (বেলিড) এর গঠনতন্ত্র

প্রস্তাবনা

যেহেতু, আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় রহিয়াছে যে,

দেশের আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে গ্রন্থাগার বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখিতে পারে;
দেশের জনসাধারণের মধ্যে সৃষ্টিশীল মনোবৃত্তি গড়িয়া তুলিতে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সর্বাধিক;
জনগণের মধ্যে সুষ্ঠু নাগরিকত্ববোধ গড়িয়া তুলিতে গ্রন্থাগারের ভুমিকা অনন্য;
আগামী দিনের ভবিষ্যৎ শিশু-কিশোরদের সুন্দর ও মননশীল করিয়া গড়িয়া তুলিতে গ্রন্থাগার কার্যকরী ভূমিকা রাখিতে পারে;
নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগারের কার্যকারিতা সন্দেহাতীত;
জনগণকে স্বশিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া গড়িয়া তুলিবার একমাত্র সহজ মাধ্যম গ্রন্থাগার;
দেশে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম মাধ্যম গ্রন্থাগার;
দেশের গবেষণা কার্যক্রমে গ্রন্থাগার ও ডকুমেন্টশন কেন্দ্র অপরিহার্য;

অথচ,

জনসাধারণের মধ্যে গ্রন্থাগার সেবা পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য কোন নিয়মিত ব্যবস্থা অদ্যাবধি গড়িয়া উঠে নাই;
গ্রন্থাগার ও তথ্যায়ন সেবার মানোন্নয়নের তেমন কোন ব্যবস্থা নাই;
গ্রন্থাগারিক, তথ্য বিজ্ঞানী ও ডকুমেন্টালিষ্টগণ চাকুরী ও পেশাগত মান-মর্যাদার ক্ষেত্রে চরমভাবে অবহেলিত;
এই পেশার গুরুত্বপূর্ণ পদে পেশাজীবী নিয়োগে চরম অনিয়ম রহিয়াছে;
এই পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কোন নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নাই;

সেহেতু,

কতিপয় তরুণ পেশাজীবী একটি আলোচনা সভায় মিলিত হইয়া উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অংগীকার লইয়া এই পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে একটি সমিতি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই লক্ষ্য সামনে রাখিয়া জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে দেশের সকল শ্রেণীর জনগণের দিশারী হিসাবে গুরুদায়িত্ব পালন করার আত্মপ্রত্যয় লইয়া ১৯৮৬ সালের ২৩ জানুয়ারি "Bangladesh Association of Young Librarians, Information Scientists and Documentalists (BAYLID)" নামে যে সমিতি গঠন করা হয় এবং পরবর্তীতে যাহার নাম আংশিক পরিবর্তন করিয়া বাংলায় "বাংলাদেশ গ্রন্থাগারিক ও তথ্যায়নবিদ সমিতি (বেলিড)" এবং ইংরেজিতে "Bangladesh Association of Librarians, Information Scientists and Documentalists (BALID)" হয়, উহা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এই গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করা হইতেছে।

বাংলাদেশ গ্রন্থাগারিক ও তথ্যায়নবিদ সমিতি (বেলিড)

<u>গঠনতন্ত্র</u>

<u>১. নাম:</u>

এই সমিতি "বাংলাদেশ গ্রন্থাগারিক ও তথ্যায়নবিদ সমিতি" ইংরেজিতে "Bangladesh Association of Librarians, Information Scientists and Documentalists" সংক্ষেপে "বেলিড" (BALID) নামে অভিহিত হইবে।

<u>২. মনোগ্রাম:</u>

তিনটি বাহু দ্বারা বেষ্টিত একটি বেদির উপর সম্প্রসারণশীল মাকড়সার জাল লইয়া বেলিড-এর মনোগ্রাম। তিনটি বাহু যাহা একে অপরের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হইয়া একটি ত্রিভুজ সৃষ্টি করিয়াছে। ত্রিভুজের তিনটি বাহু বেলিড-এর তিন শ্রেণীর পেশাজীবী যেমন, Librarians, Information Scientists এবং Documentalists এর প্রতীক। BALID লিখা বেদির উপর মাকড়শার জালÑযাহা একটি বিন্দু হইতে উৎপন্ন হইয়া ক্রমবর্ধমান রহিয়াছে। ইহার অন্তর্নিহিত অর্থ হইতেছে বেলিড একটি স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহার কার্যক্রম ধীরে ধীরে সারা দেশ ও দেশের বাহিরে মাকড়সার জালের ন্যায় বিস্তার লাভ করিতে থাকিবে।[i]

<u>৩. কার্য পরিধি:</u>

বেলিডের কার্য পরিধি হইবে সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী।

<u>৪. মর্যাদা ও সদর দপ্তর:</u>

৪.১ বেলিড হইবে একটি কর্পোরেট বডি।

৪.২ বেলিড হইবে একটি অরাজনৈতিক ও অলাভজনক সম্পূর্ণ পেশাজীবী সংগঠন।

৪.৩ বেলিড হইবে বাংলাদেশের গ্রন্থাগারিক, তথ্য বিজ্ঞানী ও ডকুমেন্টালিষ্টগণের জাতীয় সংগঠন।

৪.৪ বেলিডের প্রধান কার্যালয় হইবে ঢাকা মহানগরীতে।

<u>৫. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:</u>

বেলিডের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইবে-

৫.১ দেশের সকল শ্রেণীর জনগণের জন্য গ্রন্থাগার, তথ্য ও ডকুমেন্টশন সেবার মানোন্নয়ন করা।

৫.২ দেশে কর্মরত সকল গ্রন্থাগারিক, তথ্য বিজ্ঞানী ও ডকুমেন্টালিষ্টগণের মর্যাদা ও চাকুরীগত অবস্থার মান উন্নয়ন করা।

৫.৩ পেশাগত দক্ষতা ও পেশার মান উন্নয়ন করা।

৫.৪ সদস্যগণের পেশাগত স্বার্থ রক্ষা ও কল্যাণ সাধন করা।

৫.৫ বিভিন্ন গ্রন্থাগার, তথ্য ও ডকুমেন্টেশন কেন্দ্রের সাথে সহযোগিতাসহ একই ধরণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিশিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করা।

৫.৬ একটি সমন্বিত জাতীয় তথ্য ব্যবস্থা (Integrated National Information System) প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা।

৫.৭ নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষার মানোন্নয়নের কাজে ভূমিকা রাখা।

৬. কার্যাবলী:

উল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রম বেলিড কর্তৃক সম্পাদিত হইবে-

৬.১ গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান পেশাকে ক্যাডারভক্তু করার জন্য বিভিন্নভাবে সরকারের সাথে যোগাযোগ করা।

৬.২ গ্রন্থাগারিক, তথ্যবিজ্ঞানী ও ডকুমেন্টালিষ্টগণকে প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করা।

৬.৩ এই পেশায় কর্মরত প্রত্যেকের জন্য চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ (Inservice Training) এর ব্যবস্থার জন্য সরকারকে রাজী করানোর চেষ্টা করা।

৬.৪ একই পেশার বিভিন্ন স্থানীয় ফোরামে অংশগ্রহণ করা।

৬.৫ এই পেশার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের সংশিষ্ট বিভাগ/এজেন্সিকে সহায়তা করা।

৬.৬ বিভিন্ন সময়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ক সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ইত্যাদি আয়োজন করা।

৬.৭ পেশাগত সাময়িকী, বুলেটিন, সাহিত্য প্রকাশ করা।

৬.৮ এই পেশায় অধ্যয়নরত মেধাবী অথচ গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি প্রদান করা।

৬.৯ এই পেশায় নিয়োজিত কৃতি ব্যক্তিদেরকে পেশা ও দেশের জন্য উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ পুরস্কারের প্রবর্তন করা।

৬.১০ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার স্থাপনে এবং ক্যাটালগিং, ক্লাসিফিকেশন, ইনডেক্সিং ও বিবলিওগ্রাফী ইত্যাদি বিভিন্ন কার্যক্রমে পরামর্শ প্রদান করা।

৬.১১ দেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থার সাথে সহযোগিতা করা।

৬.১২ বেলিড অথবা ইহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্তৃপক্ষের গৃহীত যে কোন কাজ করা।

৭. আঙ্গিক গঠন:

বেলিডের একটি সাধারণ পরিষদ এবং ইহার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি নির্বাহী পরিষদ থাকিবে।

৮. সাধারণ পরিষদ - ইহার সদস্যতা:

৮.১ গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান-এ স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে অধ্যয়নরত, স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী এবং এই পেশার প্রতি আগ্রহী ও পেশায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়াছে এমন যে কোন ব্যক্তি নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে বেলিডের সদস্য হইতে পারিবেন।

৮.২ বেলিডের সদস্য হইবে প্রধানত: দুই প্রকার: (ক) কর্পোরেট সদস্য এবং (খ) নন-কর্পোরেট সদস্য। শুধু কর্পোরেট সদস্যগণই ভোট প্রদান, সভা আহবানের দাবি এবং নির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকারী। কর্পোরেট সদস্য হইবে দুই প্রকার- ফেলো ও সদস্য। কর্পোরেট সদস্যগণের সদস্যতা আজীবন হইতে পারিবে। নন-কর্পোরেট সদস্যও দুই প্রকার- সহযোগী সদস্য ও সম্মানী সদস্য।

৮.২.১ কর্পোরেট সদস্য:

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান/ গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান/ তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ন্যুনতম ৪ (চার) বছরের অনার্স ডিগ্রী অথবা ৩ (তিন) বছরের অনার্সসহ মাস্টার্স ডিগ্রীধারী অথবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলার প্রিলিমিনারী সহ মাস্টার্স ডিগ্রীধারীগণ (অনার্স চালুর পূর্বে শেষ প্রিলিমিনারী ব্যাচ অর্থাৎ ১৯৯৭

সাল বা ইহার পূর্বে যাহারা অনার্স ব্যতিত মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করিয়াছেন)[ii] নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে কর্পোরেট সদস্য হইতে পারিবেন।

৮.২.২ ফেলো:

বেলিডের ফেলো হওয়ার ন্যূনতম যোগ্যতা হইবে:

৮.২.২.১ গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে পিএইচডি বা সমমানের ডিগ্রীসহ ০৭ (সাত) বৎসরের পেশাগত অভিজ্ঞতা এবং বেলিডের কর্পোরেট সদস্য হিসাবে ন্যূনতম ০৮(আট) বৎসরকাল অতিক্রম করিতে হইবে।

৮.২.২.২ গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান-এ স্নাতকোত্তর (মাষ্টারস) ডিগ্রীসহ ১৫ (পনের) বৎসরের পেশাগত অভিজ্ঞতা এবং বেলিডের কর্পোরেট সদস্য হিসাবে ন্যূনতম ০৮ (আট) বৎসরকাল অতিক্রম করিতে হইবে।

৮.২.২.৩ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সংশিষ্ট বিষয়ে বিশেষ অবদান থাকা বাঞ্ছনীয়।

৮.২.২.৪ পেশাগত অভিজ্ঞতা ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা বা সমমর্যাদার চাকুরীকাল হইতে গণ্য করা হইবে।

৮.২.৩ সহযোগী সদস্য:

যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে স্নাতক সম্মান/স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে অধ্যয়নরত যে কোন শিক্ষার্থী নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে সহযোগী সদস্য হইতে পারিবেন।

৮.২.৪ সম্মানী সদস্য:

এই পেশার প্রতি বিশেষ উৎসাহী এবং/অথবা পেশার উন্নয়নে বা জাতির জন্য উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়াছেন এমন ব্যক্তিবর্গকে সম্মানী সদস্য করা যাইতে পারে।

৮.৩ সদস্য চাঁদা হইবে নিম্নরূপ:

৮.৩.১ কর্পোরেট সদস্য:

ভর্তি ফি ১০/- টাকা, বার্ষিক চাঁদা ৩০০/- টাকা এবং আজীবন চাঁদা ২,০০০/- টাকা (এককালীন)।

৮.৩.২ সহযোগী সদস্য:

ভর্তি ফি ১০/- টাকা এবং বার্ষিক চাঁদা ২০/- টাকা।

৮.৪ সম্মানী সদস্য: চাঁদা মুক্ত।

৮.৫ বেলিড মেম্বারশীপ সার্টিফিকেট ফি: ৩,০০০/- টাকা।[iii]

৮.৮ সাধারণ পরিষদ অন্তর্ভূক্ত ফি এবং সদস্য চাঁদার হার পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

৮.৯ নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে মৃত্যু অথবা পদত্যাগ, চাঁদা বাকী এবং শৃঙ্খলা বিরোধী কার্যকলাপের জন্য যে কোন ধরনের সদস্যপদ বাতিল হইতে পারে।

<u>৯. সাধারণ পরিষদ - ইহার ক্ষমতা ও কার্যাবলী:</u>

বেলিড-এর সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ‘সাধারণ পরিষদ’ এর ক্ষমতা ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ-

৯.১ বেলিডের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য নীতি নির্ধারণ এবং ইহার নিকট পেশকৃত বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

৯.২ বেলিডের নির্বাহী পরিষদ নির্বাচন করা।

৯.৩ বিশেষ অবস্থায় নির্বাহী পরিষদের মেয়াদকাল বৃদ্ধি করা।

৯.৪ সাধারণ পরিষদের বিবেচনায় ইহার কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যর্থ হইয়াছে অথবা বেলিডের স্বার্থবিরোধী কোন কাজ করিতেছে বলিয়া বিবেচিত হইলে নির্বাহী পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিয়া নতুন নির্বাহী পরিষদ নির্বাচন এবং বেলিড এর অন্তর্বর্তীকালীন কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা করা।

৯.৫ নির্বাহী পরিষদ অনুমোদিত মহাসচিব এর বার্ষিক প্রতিবেদন, বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং বাজেট অনুমোদন।

১০. নির্বাহী পরিষদ - ইহার গঠন:

বেলিডের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্নরূপ ১৭ (সতের) সদস্যবিশিষ্ট একটি নির্বাহী পরিষদ থাকিবে:

(ক) চেয়ারম্যান	-	১ জন
(খ) ভাইস চেয়ারম্যান	-	৩ জন
(গ) মহাসচিব	-	১ জন
(ঘ) যুগ্ম- মহাসচিব	-	১ জন
(ঙ) অর্থ সচিব	-	১ জন
(চ) সংস্থাপন সচিব	-	১ জন
(ছ) গবেষণা ও উন্নয়ন সচিব	-	১ জন
(জ) প্রকাশনা ও জনসংযোগ সচিব	-	১ জন
(ঝ) সদস্য	-	৭ জন

৭ (সাত) জন সদস্যের মধ্যে সদ্যবিদায়ী চেয়ারম্যান ও মহাসচিব পদাধিকার বলে সদস্য থাকিবেন এবং অপর ৫ (পাঁচ) জন নির্বাচিত হইবে। তবে সদ্য বিদায়ী চেয়ারম্যান ও মহাসচিব নির্বাহী পরিষদের অন্য কোন পদে নির্বাচিত হইলে উক্ত পদ দুইটি শূন্য বলিয়া গণ্য হইবে এবং নির্বাহী পরিষদ নির্বাচনে ৬ষ্ঠ ও ৭ম পদাধিকারীগণের দ্বারা অথবা কর্পোরেট সদস্যগণের মধ্য হইতে কো-অপ্ট করার মাধ্যমে উহা পূরণ করা হইবে।

১১. নির্বাহী পরিষদ - ইহার ক্ষমতা ও কার্যাবলী:

নির্বাহী পরিষদ হইবে বেলিডের নির্বাহী বডি - যাহা সকল ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবে। নির্বাহী পরিষদের যে কোন সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থিত সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন প্রয়োজন হইবে। গঠনতন্ত্রের সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী ইহার নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা এবং কার্যক্রম থাকিবে-

১১.১ বেলিডের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা।

১১.২ পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রকল্প গ্রহণ ও সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত কার্যকর করা।

১১.৩ ইহার এবং সাধারণ পরিষদের জন্য নিয়মকানুন প্রণয়ন করিয়া পরবর্তীতে উহা সাধারণ পরিষদের সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করা।

১১.৪ গঠনতন্ত্রের ধারানুসারে উপ-বিধি প্রণয়ন করিয়া সাধারণ সভার অনুমোদনের জন্য পেশ করা এবং গঠনতন্ত্রের ধারা ও উপ-ধারার পরিপূর্ণ প্রয়োগের জন্য নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করা।

১১.৫ তহবিলের যথাযথ তত্ত¡াবধান, ইহার হিসাব সংরক্ষণ ও নিরীক্ষণ এবং নিরীক্ষিত হিসাব সদস্যগণের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা।

১১.৬ সময়মত সাধারণ পরিষদ ও নির্বাহী পরিষদের সভার আয়োজন করা।

১১.৭ যথাসময়ে পরবর্তী নির্বাহী পরিষদ নির্বাচন এবং নির্বাহী পরিষদে সৃষ্ট আকস্মিক শূন্য পদ কো-অপশনের মাধ্যমে পূরণের ব্যবস্থা করা।

১১.৮ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কমিটি ও উপ-কমিটি নিয়োগ করা।

১১.৯ ঢাকার বাহিরে বেলিড এর শাখা গঠনে উৎসাহ এবং পথনির্দেশ প্রদান করা।

১১.১০ বেলিডের স্বার্থ সহায়ক একই ধরনের আঞ্চলিক অথবা আন্তর্জাতিক এফিলিয়েশন গ্রহণ করা।

১১.১১ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও তথ্য বিজ্ঞান বিষয়ে পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১১.১২ পেশাগত প্রকাশনা প্রকাশ করা।

১১.১৩ পেশাগত গুরুত্ব সম্পন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা সভা, সংবর্ধনা, ইত্যাদি ব্যবস্থা করা।

১১.১৪ সম্পদ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিচালনা ও বিনিয়োগ করা; প্রয়োজনে বেলিডের পক্ষে যে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার দায়িত্ব পালন করা।

১১.১৫ নির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য সন্তোষজনক কারণ উল্লেখপূর্বক পূর্বাবগতি ব্যতিরেকে নির্বাহী পরিষদের পর পর ৩ (তিন) সভায় উপস্থিত থাকিতে ব্যর্থ হইলে নির্বাহী পরিষদ তাহার সদস্যপদ স্থগিত বা বাতিল বা অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে। তবে সে ক্ষেত্রে তাহাকে কারণ দর্শানোর সুযোগ দিতে হইবে।

১১.১৬ দোষী সাব্যস্ত সদস্যগণের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।

১১.১৭ বেলিড এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১২. নির্বাহী পরিষদের কার্যকাল:

নির্বাহী পরিষদের কার্যকাল হইবে দুই বৎসর - যাহা দ্বিতীয় বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত গণ্য হইবে।

১৩. নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী:

১৩.১ চেয়ারম্যান

১৩.১.১ চেয়ারম্যান হইবেন বেলিড এর প্রধান। তিনি বেলিড এর সভার সভাপতিত্ব করিবেন এবং সকল কার্যক্রম গঠনতন্ত্র অনুসারে চলিতেছে কিনা খেয়াল রাখিবেন। তিনি অন্যান্য কর্মকর্তাগণের পথনির্দেশ প্রদান করিবেন। তিনি ঐক্য ও প্রেরণার প্রতীক।

১৩.১.২ তিনি নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে যে কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পরিবেন এবং প্রয়োজনে নির্বাহী পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেন। অবশ্য, এমতাবস্থায় ১ (এক) মাসের মধ্যে আহুত সাধারণ পরিষদের সভায় উহা অনুমোদন করাইতে হইবে, অন্যথায় উহার কার্যকারিতা থাকিবে না।

১৩.১.৩ নির্বাহী পরিষদের অধিকাংশ সদস্য অথবা সাধারণ পরিষদের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য আহুত সাধারণ সভায় চেয়ারম্যান-এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

১৩.২ ভাইস চেয়ারম্যান

১৩.২.১ চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে ১ম ভাইস চেয়ারম্যান তাঁহার (চেয়ারম্যান-এর) ক্ষমতা ও কার্যাবলী পরিচালনা করিবেন।

১৩.২.২ চেয়ারম্যান ও ১ম ভাইস চেয়ারম্যান এর অনুপস্থিতিতে অন্যান্য ভাইস চেয়ারম্যানগণ ক্রমিক মান অনুসারে ক্ষমতা ও কার্যাবলী চালাইয়া যাইবেন।

১৩.৩ মহাসচিব

১৩.৩.১ মহাসচিব হইবেন বেলিড এর প্রধান নির্বাহী।

১৩.৩.২ নির্বাহী পরিষদের পক্ষ হইতে বেলিড এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তিনি দায়িত্বশীল থাকিবেন।

১৩.৩.৩ তিনি অন্যান্য সচিবগণের কার্যাদি তদারক করিবেন।

১৩.৩.৪ তিনি অফিস, দাপ্তরিক কাগজ ও দলিলপত্র, সম্পত্তি, আয়, ব্যয়, হিসাব, ইত্যাদির দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকিবেন এবং কৃতকর্মের জন্য নির্বাহী পরিষদের নিকট দায়ী এবং কৈফিয়ত দিতে বাধ্য থাকিবেন।

১৩.৩.৫ তিনি চেয়ারম্যানের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সভার আয়োজন এবং বেলিডের কৃত কার্যাবলীর প্রতিবেদন প্রণয়ন করিবেন। তিনি সভা ও অন্যান্য বিষয়ে জরুরী খরচ মিটানোর জন্য নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমান অর্থ অগ্রিম হিসাবে রাখিতে পারিবেন।

১৩.৩.৬ তিনি নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে কর্মচারী নিয়োগ, সাময়িক বরখাস্ত ও চূড়ান্ত বরখাস্তকরণ এবং অফিস পরিচালনা ও অন্যান্য কাজে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করার দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৩.৪ যুগ্ম মহাসচিব

যুগ্ম মহাসচিব সাধারণভাবে মহাসচিবের বিভিন্ন কাজে সহায়তা করিবেন এবং মহাসচিবের অনুপস্থিতিতে তাঁহার দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৩.৫ অর্থ সচিব

১৩.৫.১ তিনি মহাসচিবের সাথে যৌথভাবে বেলিড এর তহবিল পরিচালনা করিবেন এবং সকল প্রকার জমা খরচের হিসাব সংরক্ষণ করিবেন। তিনি বেলিডের তহবিলের জিম্মাদার হইবেন এবং নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কোন তফসীলী ব্যাংকে বেলিডের সকল অর্থ জমা রাখিবেন।

১৩.৫.২ মহাসচিবের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে তিনি বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করিয়া প্রাথমিক অনুমোদনের জন্য নির্বাহী পরিষদে পেশ করিবেন এবং প্রাথমিক অনুমোদনের পর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করিবেন। তিনি নির্বাহী পরিষদ এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৩.৬ সংস্থাপন সচিব

সংস্থাপন সচিব অফিসের সকল কাগজ ও দলিলপত্র, ফাইল ইত্যাদি সংরক্ষণ ও কর্মচারীগণের কাজ তদারক করিবেন। তিনি মহাসচিব কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কার্যও সম্পাদন করিবেন।

১৩.৭ গবেষণা ও উন্নয়ন সচিব

১৩.৭.১ তিনি গ্রন্থাগার ও তথ্যায়ন সেবা এবং প্রশিক্ষণ কোর্স বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়ন করিবেন।

১৩.৭.২ তিনি পেশাগত প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য কাজ করিবেন।

১৩.৮ প্রকাশনা ও জন সংযোগ সচিব

তিনি মহাসচিবের সাথে সাংগঠনিক এবং প্রকাশনা ও জনসংযোগ বিষয়ক কার্য সম্পাদন করিবেন এবং সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আয়োজনের ব্যবস্থা করিবেন।

১৪. নির্বাচন:

১৪.১ কর্পোরেট সদস্যগণের দ্বারা নির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত হইবে।

১৪.২ যে কোন কর্পোরেট সদস্য নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দিতায় অংশগ্রহণের যোগ্য হইবেন, যদি:

১৪.২.১ বেলিডের প্রতি তাঁহার আনুগত্য বরাবরই প্রশ্নাতীত থাকে।

১৪.২.২ তিনি তাঁহার বকেয়া চাঁদা (যদি থাকে) যথাসময়ে অথবা নির্বাচনী তফসীল ঘোষণার পূর্বেই পরিশোধ করিয়া থাকেন।

১৪.২.৩ নির্বাচনী তফসীল ঘোষণার তারিখে বা তৎপূর্বে তাঁহার সদস্য পদের দ্বি-বর্ষপূর্তি হইয়া থাকে।

১৪.২.৪ তিনি সমপেশার অন্য কোন সমিতির নির্বাহী পরিষদের সদস্য না হইয়া থাকেন।

১৪.৩ নির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য একই পদে পর পর ২ (দুই) বার অবস্থানের পর পরবর্তী টার্মে উক্ত পদে প্রতিদ্বন্দিতা করিতে পারিবেন না।

১৪.৪ প্রধান কার্যালয় এলাকা হইতে কর্মকর্তাবৃন্দ এবং কমপক্ষে ৩ (তিন) জন নির্বাহী পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হইতে হইবে।

১৪.৫ নির্বাহী পরিষদের প্রত্যেকটি পদের জন্য একজন সদস্য একটি ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

১৪.৬ নির্বাচনী বৎসরে নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ৩ (তিন) মাস পূর্বে নির্বাহী পরিষদ ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করিবে। নির্বাচন কমিশন নির্বাচন বিষয়ে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইবে এবং নির্বাচন কমিশনের সদস্যগণকে নিরপেক্ষ থাকিতে হইবে। নির্বাচন কমিশনের কোন সদস্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করিতে পারিবেন না। এই কমিশন বেলিড সদস্য নন, এমন ব্যক্তিগণকে লইয়াও গঠন করা যাইবে।

১৪.৭ নির্বাহী পরিষদের কার্যকাল হইবে ২ (দুই) বৎসর। দ্বিতীয় বৎসরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে পরবর্তী নির্বাহী পরিষদ নির্বাচন সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হইলে চলতি নির্বাহী পরিষদ মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে উহার কার্যকারিতা হারাইবে। এমতাবস্থায়, বেলিড এর প্রধান কার্যালয় এলাকায় বসবাসরত সাধারণ সদস্যগণ ৩১শে ডিসেম্বর বেলিড অফিসে মিলিত হইয়া পরবর্তী নির্বাহী পরিষদ নির্বাচন ও বেলিড এর কার্যক্রম সাময়িকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করিবেন।

১৪.৮ নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ নির্বাচন কমিশন সম্পন্ন করিবে এবং নির্বাহী পরিষদ উক্ত কমিশনকে নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দসহ সর্বপ্রকার সহযোগিতা প্রদান করিবে।

১৪.৯ নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার ৩ (তিন) দিনের মধ্যে কোন আপত্তি বা অভিযোগ না আসিলে ৪র্থ দিনে নির্বাচন কমিশন মহাসচিবের নিকট নির্বাচনী ফলাফল পেশ করিবে। কিন্তু কোন আপত্তি উত্থাপিত হইলে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ১০(দশ) দিনের মধ্যে বিষয়টি নিষ্পত্তি

করিয়া ১১তম দিনের মধ্যে পেশ করিবে। মহাসচিব উক্ত ফলাফল গ্রহণের ১০(দশ) দিনের মধ্যে নির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করিয়া উহা বার্ষিক সাধারণ সভার কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্তির জন্য পেশ করিবেন।

১৪.১০ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে কোন সন্দেহ বা অনিয়মের অভিযোগ থাকিলে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৩ (তিন) দিনের মধ্যে অভিযোগের স্বপক্ষে যথেষ্ট তথ্য ও প্রমাণাদিসহ নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যানের নিকট লিখিত অভিযোগ পেশ করিতে হইবে। অত:পর নির্বাচন কমিশন অভিযোগ গ্রহণের ৭(সাত) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় তদন্ত ও বিচার বিশ্লেষণ সাপেক্ষে ফলাফল ঘোষণা করিবে। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৪.১১ নির্বাচনের ফলাফল বার্ষিক সাধারণ সভায় ঘোষণা করা হইবে।

১৪.১২ সাধারণ সভা (নির্বাচনী বৎসরে) অনুষ্ঠানের ১৫(পনের) দিনের মধ্যে বিদায়ী নির্বাহী পরিষদ নবগঠিত নির্বাহী পরিষদের নিকট ক্ষমতা ও দায়িত্ব হস্তান্তর করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৪.১৩ নির্বাচনের প্রাক্কালে নির্বাহী পরিষদের কোন পদে প্রার্থী না থাকিলে সাধারণ পরিষদ উক্ত পদে মনোনয়ন দিবেন।

১৫. সভা:

১৫.১ নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে ৩০ (ত্রিশ) দিনের নোটিশে বার্ষিক সাধারণ সভা ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইবে যাহার আলোচ্যসূচি হইবে নিম্নরূপ:

১৫.১.১ মহাসচিবের বার্ষিক প্রতিবেদন (নির্বাহী পরিষদ অনুমোদিত) অনুমোদন বিবেচনা।

১৫.১.২ বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং বাজেট অনুমোদন বিবেচনা।

১৫.১.৩ মহাসচিব কর্তৃক নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা (নির্বাচনী বৎসরে প্রযোজ্য) ।

১৫.১.৪ নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক বিশেষ কোন প্রস্তাব অনুমোদন বিবেচনা।

১৫.১.৫ সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে যে কোন বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

১৫.২ সাত (৭) দিনের নোটিশে প্রতিমাসে অন্ততঃ একবার নির্বাহী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

১৫.৩ জরুরী সাধারণ সভা ১০(দশ) দিনের নোটিশে এবং নির্বাহী পরিষদের জরুরী সভা ২৪(চব্বিশ) ঘন্টার নোটিশে আহবান করা যাইবে। নোটিশ দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করা অধিকতর পছন্দনীয়।

১৬. দাবিকৃত সভা:

নির্বাহী পরিষদের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অথবা সাধারণ পরিষদের এক-পঞ্চমাংশ সদস্য লিখিতভাবে সভা আহবানের দাবি করিলে লিখিত দাবির ভিত্তিতে মহাসচিবকে সভা আহবান করিতে হইবে। মহাসচিব এ ধরনের সভা আহবানে ব্যর্থ হইলে চেয়ারম্যান সভা আহবান করিবেন।

১৭. কোরাম:

যে কোন সভার জন্য মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে কোরাম হইবে। সভায় কোরাম না হইলে উহা মূলতবী হইয়া যাইবে। মূলতবী সভার জন্য কোরাম প্রয়োজন হইবে না।

১৮. অর্থ:

১৮.১ অর্থের উৎস হইবে সদস্যগণের চাঁদা এবং বিভিন্ন সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত ও ব্যক্তিমালিকাধীন প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত এবং ব্যক্তিগত অনুদান। বেলিডের তহবিল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আর্থিক সাহায্য সহযোগিতাকারী বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে বেলিডের উষ্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা হইবে।

১৮.২ বাংলাদেশের যে কোন তফসীলী ব্যাংকে বেলিডের অর্থ জমা রাখিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে বাংলাদেশ গ্রন্থাগারিক ও তথ্যায়নবিদ সমিতি (বেলিড) নামে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুলিতে হইবে। মহাসচিব এবং অর্থসচিবের যৌথ স্বাক্ষরে এই হিসাব পরিচালিত হইবে। মহাসচিবের স্বাক্ষর ব্যতিত কোন খরচপত্র অনুমোদিত হইবে না।

১৯. অডিট:

বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রত্যেক অর্থবৎসরের শেষে নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত একজন চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট অথবা অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বোর্ড দ্বারা নিরীক্ষিত হইবে।

২০. গঠনতন্ত্র সংশোধন:

গঠনতন্ত্রের যে কোন ধারা সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তিন-চতুর্থাংশের অনুমোদনে সংশোধন করা যাইবে। মহাসচিব অথবা চেয়ারম্যানের নিকট কোন সংশোধনীর প্রস্তাব সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের অন্তত ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে পেশ করা না হইলে উহা সভায় আলোচনা ও বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হইবে না।

২১. বিলুপ্তি:

বেলিডের সাধারণ সভায় মোট সাধারণ সদস্যের তিন-চতুর্থাংশ সদস্য ইহার বিলুপ্তির প্রস্তাব অনুমোদন করিলে বেলিড বিলুপ্ত হইবে। এমতাবস্থায়, সকল দেনা পরিশোধ করিয়া অবশিষ্ট স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অথবা উহা বিক্রয়লব্ধ অর্থ সমআদর্শের অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে অনুদান হিসাবে প্রদান করিতে হইবে। অন্যথায় বাংলাদেশ সরকার উহার স্বত্বাধিকারী হিসাবে বিবেচিত হইবে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় গৃহীত বিলুপ্ত প্রস্তাবের একটি কপি নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

---

[i] বেলিড-এর মনোগ্রাম প্রণয়নকারী জনাব এস এম শামসুজ্জামান কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে প্রণীত।

[ii] গত ০০-০০-০০০০ তারিখে এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বেলিডের সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সংশোধিত ।

[iii] গত ০০-০০-০০০০ তারিখে অনুষ্ঠিত বেলিডের সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সংশোধিত।